যুগান্তর

তারিখ 0 9 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৯

বেসরকারি মেডিকেলে নীতিমালা

ভাবিতে অবাক লাগে, দেশে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ স্থাপনে এতদিনেও কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এহেন দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে কমপক্ষে ৩২টি বেসরকারি মেডিকেল এবং ৮টি ডেন্টাল কলেজ। মেডিকেল কলেজগুলিতে বেডের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে দুই হাজার ২৯৫ আর ডেন্টাল কলেজগুলিতে ৪৪০। অধিকাংশ কলেজই নামসর্বস্ব। নিজস্ব হাসপাতাল ও ক্যাম্পাস নাই। শিক্ষাদানের জন্য নাই সার্বক্ষণিক শিক্ষক। শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, পরীক্ষাগার, মানসম্পন্ন অপারেশন থিয়েটার সর্বোপরি হাসপাতাল নাই বলিলেই চলে। অথচ এই সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হইতে গেলে ছাত্রপ্রতি সর্বনিম্ন ৫ হইতে ৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। প্রতি মাসের টিউশন ফি কমপক্ষে তিন হইতে পাঁচ হাজার টাকা। কোন কোন কলেজে আসন সংখ্যার অধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তির অভিযোগও রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতার পাশাপাশি খণ্ডকালীন শিক্ষক দ্বারা পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। কোথাও নামমাত্র হাসপাতাল থাকিলেও সেইখানে রোগী ভর্তি করা হয় না। স্বাস্থ্য অধিদফতর হইতে কেহ মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে গেলে কিংবা পরীক্ষার সময় তড়িঘড়ি রোগী আনিবার ব্যবস্থা করা হয় ফ্রি চিকিৎসা ও খাবারের বিনিময়ে। খোদ রাজধানীতে এইরূপ একাধিক মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিপুল অংকের উৎকোচ প্রদানের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের পাস করাইবার ঘটনাও ঘটিয়াছে। আবার কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ভালো করিয়াছে। শিক্ষার্থী তৈরি এবং চিকিৎসায়ও সুনাম রহিয়াছে প্রতিষ্ঠানগুলির। সকল কিছুই নির্ভর করে নিষ্ঠা ও সততার উপর। কেবল উপার্জনের জন্য নহে— দেশে মানসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরির মানসিকতা লইয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মোটকথা, এই সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে চিকিৎসক তৈরি করা হয় না, সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হয়। শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে স্বাস্থ্য শিক্ষা লাভ দূরের কথা, তাত্ত্বিকভাবেও ভালো শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনেক অভিযোগ জমা পড়িয়াছে। লিখিত অভিযোগ এবং সরেজমিন পরিদর্শনের পর স্বাস্থ্য অধিদফতর হইতে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগ, নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়া কলেজগুলি হইতে চেষ্টা-তদবির চলিতেছে। অথচ বাস্তবতা হইল, গত প্রায় দুই দশকে এই সকল মেডিকেল কলেজ হইতে ভালো মানের চিকিৎসক খুব কম বাহির হইয়াছে। বিসিএস পরীক্ষায়ও তাহাদের পারফরম্যান্স উৎসাহব্যঞ্জক নহে। ইহা অনস্বীকার্য, টাকা দিয়া আর যাহাই হউক, ডাক্তার হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্য অধিদফতর হইতে চিন্তা করা হইতেছে, প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল কমপক্ষে দুই বৎসর পরিচালনা না করিলে আর কোন প্রতিষ্ঠানকেই মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইবে না। আগে হাসপাতাল, পরে মেডিকেল কলেজ— এই নীতি যে কেন পূর্বে অনুসরণ করা হয় নাই বোধগম্য নহে। ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়া যায় না। শুধু হাসপাতাল স্থাপন করিলেই হইবে না; উহার জন্য নিশ্চিত করিতে হইবে কমপক্ষে ৫০ ভাগ বেডে রোগী, পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সর্বোপরি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার। পুরাতন মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজগুলিতেও জরুরি ভিত্তিতে এই সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। অন্যথায় স্থগিত হইয়া যাইবে ছাত্র ভর্তি। বিলম্বে হইলেও সরকারের চৈতন্যোদয় হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলে ধন্যবাদ পাইবেন। এখন দেখিতে হইবে, নীতিমালা কত দ্রুত প্রণীত হইয়া বাস্তবায়িত হয়। এই ক্ষেত্রে আর সময়ক্ষেপণ কাম্য নহে।